ছাত্রদলের সংকটের সমাধানে ২ নেতাকে দায়িত্ব বিএনপির

নিজস্ব প্রতিবেদক

৩০ জুন ২০১৯ ০০:০০ | আপডেট: ৩০ জুন ২০১৯ ০৩:১৪

সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি আন্দোলনের ‘প্যাকেজ কর্মসূচি’ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিএনপি। গতকাল রাতে দলের স্থায়ী কমিটির বৈঠকের পর বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এ কথা জানান। ছাত্রদলের সৃষ্ট সংকট সমাধান নিয়ে বৈঠকে ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে বলে বৈঠক সূত্রে জানা গেছে। সূত্র মতে, এই বিষয়ে যৌক্তিক সমাধানে স্থায়ী কমিটির দুই নেতাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে ওই দুই নেতা সমাধানের প্রক্রিয়া নিয়ে কাজও শুরু করেছেন। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হলে ছাত্রদলের সাবেক নেতাদের নিয়ে গঠিত সার্চ কমিটির মাধ্যমে দ্রুতই তা জানিয়ে দেওয়া হবে। এক্ষেত্রে আন্দোলনকারীরা ছাত্রদল নেতাদের শান্ত থাকতে বলা হয়। জানা গেছে, বিলুপ্ত কমিটির নেতাদের যোগ্যতা অনুযায়ী যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দলসহ অঙ্গ সংগঠনে পদায়নের মাধ্যমে সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করা হচ্ছে। সেক্ষেত্রে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নতুন কমিটি গঠনে ছাত্রদলের কার্যক্রম শুরু হবে। এ বিষয়ে মির্জা ফখরুল বলেন, এগুলোর বিষয়ে যাদের দায়িত্ব রয়েছে তারা তা পালন করবেন। তারাই পরবর্তী সময়ে এ বিষয়ে আপনাদের জানাবেন। এ বৈঠকে মহাসচিব ছাড়াও স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন, ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ, জমিরউদ্দিন সরকার, মির্জা আব্বাস, গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, ড. আবদুল মঈন খান, নজরুল ইসলাম খান, সেলিমা রহমান ও ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু ছিলেন। সংবাদ সম্মেলনে মির্জা ফখরুল বলেন, এই সভা হচ্ছে অবিলম্বে খালেদা জিয়ার মুক্তির জন্য চলমান আন্দোলনকে আরও বেগবান করার জন্য এবং অন্যান্য আইনত ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিতে। কবে নাগাদ আন্দোলনের কর্মসূচি আসবে জানতে চাইলে বিএনপি মহাসচিব বলেন, ‘এ ব্যাপারে আমরা কাজ করছি। আগামী চার সপ্তাহের মধ্যেই কর্মসূচিগুলো আসবে। খালেদা জিয়ার মুক্তির আন্দোলন বেগবান করতে বিএনপি বিভাগীয় পর্যায়ে কর্মসূচি দেবে বলে সর্বশেষ ২২ জুন স্থায়ী কমিটির বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেয়। গুলশানে চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে বিকালে দলের জাতীয় স্থায়ী কমিটির এই বৈঠক হয়। বৈঠকে দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি, বরগুনায় রিফাত হত্যাকা-, ছাত্রদলের চলমান সংকটসহ নানা বিষয়ে আলোচনা হয়। লন্ডন থেকে স্কাইপে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান যুক্ত ছিলেন। মুক্তিযোদ্ধামন্ত্রী আকম মোজাম্মেল হক প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের কবর সরিয়ে নেওয়ার বিষয়ে যে বক্তব্য রেখেছেন তা নিয়ে

প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে মির্জা ফখরুল বলেন, তিনি এই ধরনের কথা প্রায়ই বলেন, এই ধরনের কথা আগেও বলেছেন। আমরা মনে করি, তাদের যে রাজনৈতিক দেউলিয়াপনা এসব তারই বহির্প্রকাশ। 'রিফাত হত্যাকা- : সরকারের ব্যর্থতা ও উদাসীনতা' : সংবাদ সম্মেলনে বিএনপি মহাসচিব রিফাত হত্যাকা-ের ঘটনার নিন্দা জানিয়ে বলেন, সভায় ওই হত্যাকা-ের ঘটনায় নিন্দা জানানো হয়েছে। সম্প্রতি এ ধরনের হত্যাকা- আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তথা সরকারের ব্যর্থতা ও উদাসীনতার পরিচয় দিচ্ছে বলে সভা মনে করে। যেহেতু এই সরকার জনগণের দ্বারা নির্বাচিত নয়, ফলে জবাবদিহিতা নেই। বিগত ৩০ ডিসেম্বরের নির্বাচন সন্ত্রাস ও অস্ত্রের মুখে যেভাবে জনগণের অধিকার হরণ করা হয়েছে তেমনিভাবে রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি জনগণের আস্থা হারিয়ে যাচ্ছে। ক্রমান্বয়ে বাংলাদেশ একটি ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত হতে চলেছে এবং একটা চরম অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সমাজিক সংকট বিরাজ করছে দেশে। সভা মনে করে, এ সংকট নিরসনের একমাত্র উপায়, সারা জীবন গণতন্ত্রের লড়াইকারী দেশনেত্রী খালেদা জিয়াসহ রাজনৈতিক কারণে যেসব নেতা-কর্মীকে বন্দি করে রাখা হয়েছে তাদের মুক্তি এবং অবিলম্বে একটি নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের সংসদ গঠন করা।